Visit Our Website : natunchithi.co.in

নতুন চিঠি

সংবাদ সাপ্তাহিক

ডাক সংস্করণ : ৩ মে , ২০১৬

৩৯ বর্ষ ১৮ সংখ্যা ২ মে,২০১৬, সোমবার, ১৯ বৈশাখ,১৪২৩

নির্বাচনোত্তর সন্ত্রাস চলছে জেলা জুড়েই

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২৯ এপ্রিল : জেলাতে ভোট-পরবর্তী হিংসা অব্যাহত। হতাশা থেকেই শাসক দল একাজ জারি রেখেছে। আর একাজ সম্ভব হচ্ছে পুলিশ-প্রশাসনের পরোক্ষ মদতে। যেটুকু খবর সামনে আসছে তা হিমশৈলের চূড়া মাত্র। এমনই দুটি ঘটনা সামনে এসেছে। একটি জামালপুর বিধানসভার দোলডাঙা গ্রামে। অপরটি ঘটেছে বর্ধমান দক্ষিণ বিধানসভার ২১ নং ওয়ার্ডের দীঘিরপুল এলাকাতে।

২৭ এপ্রিল রাতে জামালপুরের দোলডাঙা গ্রামে সি পি আই(এম) শাখা সম্পাদক সঞ্জয় দে'র মাথায় রিভালভার ঠেকায় তৃণমূলি দুষ্কৃতীরা। রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার জন্য বেধরক মারধোর করে। লণ্ডভণ্ড করে বাড়ি-ঘরদোড়। সজাগ মানুষ ছুটে এসে সঞ্জয় দে'কে রক্ষা করেন। তার একমাত্র অপরাধ হুমকি উপেক্ষা করেও এজেন্ট হয়ে অনেক ছাপ্পা ভোট অটকায়। পেশায় প্যারাটিচার সঞ্জয় দে'কে এর আগেও আক্রমণ করেছে বারবার। নতি স্বীকার না করে মাথা উঁচু করে লড়াই দিচ্ছে। স্থানীয় মানুষ জড়ো হয়ে তাকে বাঁচিয়েছে শুধু নয়, থানায় দোষীদেরকে ধরার জন্য ডেপুটেশন দেয়। সঙ্গে থাকেন মহিলা নেত্রী ভারতী ঘোষাল। লিখিত অভিযোগ করেন শেখ আসাদুর রহমান, মহেশ হাত, অলক ঘোষ, বাবু চক্রবর্তীর বিরুদ্ধে। থানার একাংশ পুলিশ যে শাসক দলের সঙ্গে আছে তা অভিযোগ জানাতে গেলে টের পান স্থানীয় মানুষ। শেষে চাপে পড়ে অভিযোগ নিতে বাধ্য হন। যদিও আজ পর্যন্ত কেউ গ্রেপ্তার হয়নি।

এজেন্ট হওয়ার অপরাধে ২৭ এপ্রিল রাতে দীঘিরপুলে রক্তিম পালের বাড়ি ভাঙচুর করে তৃণমূলের দুষ্কৃতীরা। তাকে মারধোর করা হয়। সঙ্গে সঙ্গে পুলিশকে জানালে পুলিশ এসে যায়। চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। মোট ৬ জনের নামে অভিযোগ জানান রক্তিম পাল। পুলিশ এখনও পর্যন্ত দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতদের নাম আকাশ সিং ও বানেশ্বর সাউ। পুলিশ চলে যাওয়ার পর আবার ভাঙচুর চালায়। এলাকার মানুষ সন্ত্রস্ত।

মেমারির বাগিলা গ্রামের সি পি আই(এম) প্রার্থী দেবাশিষ ঘোষের পোলিং এজেন্ট আশীষ বিশ্বাস ও পলাশ বিশ্বাসকে শাসানো হয়। স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য সুব্রত চ্যাটার্জী তাঁর বাড়ি নির্মাণের কাজে বাধা দেন। আগেও তাকে নির্মাণ কাজে বাধা দেওয়া হয়েছিল। পোলিং এজেন্ট হওয়ার অপরাধে তার উপর জুলুম চলছে।

সাহিত্য আকাদেমির উত্তর-পূর্ব ও পূর্বাঞ্চলীয় লেখক সম্মেলন বর্ধমানে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ১ মে : কৃত্তিবাস ও আয়নার সহযোগিতায়, বর্ধমান টাউন হলে দু-দিন ব্যাপী সাহিত্য আকাদেমির উত্তরপূর্ব এবং পূর্বাঞ্চল লেখক সম্মেলন হয়ে গেল। বিভিন্ন রাজ্য থেকে ৪০জন লেখক ও কবি এই অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করেন। সমাজের সমস্তরকম অবিচার, অসাম্য ও বঞ্চনার বিরুদ্ধে গর্জে ওঠার আহ্বান জানালেন 'কৃত্তিবাস' সাহিত্য পত্রিকার সম্পাদক স্বাতী গঙ্গোপাধ্যায়। তিনি বলেন, প্রতিষ্ঠিত ও প্রতিশ্রুতিবান লেখকদের সম্মানিত করে আকাদেমি প্রকৃত সাহিত্য সেবা করে চলেছে। 'কৃত্তিবাস' পত্রিকার ৫০ ও ৬০ তম উৎসবে আকাদেমির

—এরপর চারের পাতায়

যুবদের রক্তদান কালনায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২ মে : একদিকে প্রচণ্ড দাবদাহ অন্যদিকে নির্বাচন। এতে সৃষ্টি হয়েছে ব্লাডব্যাঙ্কগুলিতে শূন্যতা। বর্ধমান শহরে রয়েছে দুটি ব্লাড ব্যাঙ্ক। একটি সরকারি বর্ধমান ম্যাডিকেল কলেজ হাসপাতালে অপরটি বেসরকারি রশ্মি ব্লাডব্যাঙ্ক। দুটি ব্লাড ব্যাঙ্কেই প্রায়শই রক্ত শূন্য হয়ে উঠছে। কালনা ব্লাড ব্যাঙ্ক ও একই সমস্যায় ভুগছে। কালনায় এই ভয়াবহ পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে এগিয়ে এলো ভারতের গণতান্ত্রিক যুব ফেডারেশন। সংগঠনের কালনা-২ পূর্ব লোকাল কমিটির উদ্যোগে আজ জিউধারায় অনুষ্ঠিত শিবিরে ৩৫ জন স্বোচ্ছায় রক্তদান করে। অতি দ্রুত এবং জরুরি ভিত্তিতে সংগঠিত শিবিরের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করেন ডা. গৌরাঙ্গ গোস্বামী। উপস্থিত ছিলেন যুব নেতা মানস রায়, নবকুমার বাগ, মহম্মদ শাহ, মহম্মদ আলি প্রমুখ। উদ্বোধনকালে ডা. গৌরাঙ্গ গোস্বামী বলেন, বিপন্ন মানুষের পাশে যে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের কর্মীরাই থাকে, আজকের অনুষ্ঠানই তার প্রমাণ।

মে দিবস পালিত হল জেলা জুড়ে

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান, ২ মে : আন্তর্জাতিক মে দিবস পালিত হল জেলা জুড়ে। নানান কর্মসূচির মধ্য দিয়ে আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংহতি দিবস হিসেবে মে দিবস পালিত হয়েছে। জেলার শিল্পাঞ্চল থেকে কৃষি অঞ্চল সর্বত্রই রক্তপতাকা উত্তোলন, শহিদবেদিতে মাল্যদান, সভা প্রভৃতির মধ্য দিয়ে শিকাগোর হে মার্কেটের বীর যোদ্ধাদের স্মরণ করা হয়। তাঁরা আট ঘন্টার কাজের দাবিকে প্রতিষ্ঠিত করতে শহিদের মৃত্যু বরণ করেছিলেন।

এদিন মে দিবস উপলক্ষ্যে বর্ধমানে পতাকা উত্তোলন কর্মসূচি হয় সি পি আই(এম) জেলা দপ্তরে। পতাকা উত্তোলন করেন গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা অরিন্দম কোঙার। শহিদবেদিতে মাল্যদান করেন সি পি আই(এম) জেলা সম্পাদক অচিন্ত্য মল্লিক সহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ।

অনুরূপ কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হয় জেলা কৃষকসভা দপ্তর ও সি আই টি ইউ দপ্তরের সামনে। পতাকা উত্তোলন করেন জেলা কৃষক সভার সভাপতি অচিন্ত্য মল্লিক ও প্রবীণ ট্রেড ইউনিয়ন নেতা কালিশঙ্কর পাল। শহিদ বেদিতে মাল্যদান করেন কৃষকসভার জেলা সম্পাদক আব্দার রেজ্জাক মণ্ডল, ক্ষেতমজুর ইউনিয়ন-এর সম্পাদক গণেশ চৌধুরী, সি আই টি ইউ নেতা নজরুল ইসলাম, তড়িৎ ঘোষ, জনার্দন রায়, কৃষক নেতা আলমগির মণ্ডল সহ বিভিন্ন সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

সি পি আই(এম) বর্ধমান শহর জোনাল দপ্তরের সামনেও মে দিবস-এর পতাকা উত্তোলন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। উপস্থিত ছিলেন জোনাল সম্পাদক তাপস সরকার, প্রবীণ শ্রমিক নেতা কালিশঙ্কর পাল প্রমুখ।

এদিন শহরের চারটি এল সি তেও যথাযোগ্য মর্যাদায় মে দিবস পালিত হয়েছে। গলসিতে ৬টি জায়গায় মে দিবস পালিত হয়েছে। পতাকা উত্তোলন ও সংক্ষিপ্ত সভা হয়েছে, গলসি মার্কেট কমপ্লেক্স, নেতাজি মূর্তি, ফকির রায় মূর্তি, সত্যজিৎ পল্লী, গলসি স্টেশনের পুলের মাথা প্রভৃতি স্থানে। আসনসোল, রানিগঞ্জ, দুর্গাপুর সহ সমগ্র শিল্পাঞ্চলে মে দিবস পালিত হয়েছে।

বর্ধমান শহরের মোবারক বিল্ডিং-এর সামনে পতাকা উত্তোলন কর্মসূচি

সাজানো মামলায় জামিনে মুক্ত সি পি আই(এম) কর্মী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : ভোটের পরেও তৃণমূলিদের সাজানো মামলায় ফাঁসানো হলো বর্ধমানের সি পি আই(এম) কর্মী অভিজিৎ নন্দীকে। ৩০ এপ্রিল জামিন পান শ্রী নন্দী। তারপর সি পি আই(এম)-এর পক্ষ থেকে শ্রী নন্দীকে মালা দিয়ে মিছিল করে জেলা দপ্তরে নিয়ে আসা হয়। সেখানে সি পি আই(এম) নেতৃবৃন্দ অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক, আইনুল হক, তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জী সহ অনেকে উপস্থিত ছিলেন।

মামলাটি লড়েন আইনজীবী স্বপন ব্যানার্জী। শ্রী ব্যানার্জীর সঙ্গে একঝাঁক তরুণ আইনজীবী সওয়াল করেন। এরপর বিচারপতি তাঁকে জামিন দেন।

২৬ এপ্রিল ২৭৩ আউশগ্রাম বিধানসভার সি পি আই(এম) প্রার্থী বাসুদেব মেটের প্রতিনিধি হয়ে তিনি ইউ আই টি বিল্ডিং-এ স্ট্রংরুম পাহাড়ায় যান। তৃণমূল প্রার্থী উজ্জ্বল প্রামানিক, নার্গিস বেগম ঐদিন স্ট্রংরুমের সামনে সি পি আই(এম) কর্মীকে দেখে রেগে যান। এরপর তাঁরা পরিচয়পত্র দেখতে চান। শ্রী নন্দী ভুলক্রমে কমিশনিং-এর পরিচয়পত্র দেখান। এতেই সুযোগ বুঝে তৃণমূলিরা তাঁকে পুলিশের সহযোগিতায় মিথ্যা মামলায় জামিন অযোগ্য ধারায় গ্রেপ্তার করায়। এরপর আদালতে তুললে বিচারক দু'দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। ৩০ এপ্রিল তীব্র সওয়াল-জবাবের পর ১৫০০ টাকার বণ্ডে তিনি জামিনে মুক্তি পান। মুক্তি পাওয়ার পর মিছিল সহযোগে তাঁকে সি পি আই(এম) জেলা দপ্তরে নিয়ে আসা হয়।

তীব্র দাবদাহ থেকে মুক্তি নেই এখনও

বিশেষ প্রতিবেদন : তীব্র দহনে পুড়ে খাঁক হচ্ছে জেলার শিল্পাঞ্চল থেকে কৃষি অঞ্চল। ভোটের পারদ কমলেও তাপমাত্রার পারদ ঊর্দ্ধমুখী। এপ্রিল মাসেই ৪১-৪২ ছুঁই ছুঁই। যা ৬২ বছরের ইতিহাসে নেই। সারা এপ্রিল মাস জুড়ে কালবৈশাখীর দেখা নেই। তাই প্রতিদিন বাড়ছে পারদ। গরমে হাঁসফাঁস করছে মানুষ। বাড়ছে অস্বস্তি। কমছে জলস্তর। পুড়ে খাঁক হচ্ছে মাঠের শাকসবজি, তিল, পাট।

গরমের দাপটে বলি হয়েছেন তিনজন। মৃত ব্যক্তিরা হলেন বর্ধমান শহরের ডিভিসি মোড় এলাকার সঞ্জীব কুমার দাস (৪২), মেমারির কালাচাঁদ বিশ্বাস (৫১) এবং দুর্গাপুর-ফরিদপুর এলাকার এক ৬৫ বছরের বৃদ্ধ। তিনজনই সানস্ট্রোকে মারা যান বলে জানা গেছে। এছাড়া দু'জন ক্ষেতমজুর মারা যান বলে অসমর্থিত সূত্রে জানা যায়। এই তীব্র দহনে চলছে বোরো ধান তোলার কাজ। খাঁ খাঁ করছে মাঠ। গাছের ছায়াটুকু নেই। সব থেকে কষ্টে আছে কর্মরত ক্ষেতমজুর।

তীব্র পানীয় জলের সংকট দেখা দিয়েছে শিল্পাঞ্চলে এবং গ্রামাঞ্চলে। জলের স্তর নেমেছে হু হু করে। একদিকে বৃষ্টির জল নেই একমাস যাবৎ, অন্যদিকে ভূগর্ভস্থ জল উঠছে চাষের কাজে। পুকুর, খাল, বিল, নদী এপ্রিল মাসেই শুকিয়ে গেছে। দু'এক দিনের মধ্যে বৃষ্টি অথবা কালবৈশাখী না হলে পানীয় জল নিয়ে হাহাকার পড়ে যাবে। এই সংকটের কারণেই দেখা যাচ্ছে আন্ত্রিকের প্রকোপ।

এরই মধ্যে আশার আলো দেখা গেছে ৩০ এপ্রিল দুপুর ১২টার মধ্য আকাশে। সূর্যকে ঘিরে রামধনু রিং। গরমে হাঁসফাঁস করা মানুষ প্রকৃতির এই খেলাকে দু'হাত তুলে আশীর্বাদ করেছে। কেউ কেউ এই অভিনব বিরল দৃশ্যকে মোবাইলবন্দি করেছে। প্রায় ঘন্টাখানেক রং ছড়িয়ে বিদায় নিয়েছে রামধনু।

বিশেষজ্ঞরা বলছেন বায়ুমণ্ডলের উপরের স্তরে সিরাস মেঘে সাদার মতো বরফের কেলাস থাকে। উচুতে তৈরি হওয়া অলক মেঘের কেন্দ্রে তাপমাত্রা শূন্যের তিন চার ডিগ্রির নিচে নেমে যায়। জলীয় বাষ্প বরফকণায় পরিণত হয়। কোনওভাবে ওই অলক মেঘ সরে গেলে ষড়ভুজাকৃতি বরফকণাগুলি আকাশে ভেসে বেড়ায় এবং সূর্যের চারপাশে চলে আসে। সেই বরফ কণাগুলির মধ্য দিয়ে সূর্যের আলো যখন বিচ্ছুরিত হয়, তখন তা সাতটি রঙে ভেঙে যায়। আর সূর্যকে ঘিরে তৈরি হয় সাত রঙের বলয়। আর এই রামধনুকে কেন্দ্র করে গ্রামের মানুষের আশার সঞ্চার হয়েছে। 'আল্লা মেঘ দে, পানি দে' বলে আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকা দিনের অবসান হতে চলেছে?

নতুন চিঠি

২ মে, ২০১৬

ভয়ে তিনি ক্ষেপে গেছেন

পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় নির্বাচন কমিশন তাঁর ইচ্ছাকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এমন কার্যকরী ভূমিকা গ্রহণ করেত পারে, বঙ্গেশ্বরী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তা স্বপ্নেও ভাবতে পারেননি। তাঁর দলের বাহুবলীদের আক্রমণ থেকে বাঁচতে যে পুলিশ ফাইলে মুখ আড়াল করে টেবিলের নিচে লুকোয়, সেই পুলিশ যে তৃণমূল বাহুবলীদেরই পিছু ধাওয়া করতে পারে, তা দেখে তিনি ক্রোধে ফুঁসছেন। তাঁর পুলিশের 'মাইণ্ডসেট' পরিবর্তন করা অসম্ভব বলে তিনি ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে পুলিশকর্তার পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে এই পরিবর্তনে তাঁর ক্রোধাগ্নি দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে। তাঁর অফিসারদের পরিবর্তন করে কোনো লাভ হবে না বলে তিনি জানিয়েছিলেন, কেননা তাঁরা তো তাঁরই অফিসার। তিনিই এবার জানিয়ে দিয়েছেন, প্রত্যেকটি ঘটনা তাঁর রেকর্ড করা আছে, এক এক করে তিনি প্রত্যেকটি বেয়ারা অফিসারকে বুঝে নেবেন। রাজ্য জুড়ে যে পুলিশ ও অফিসাররা ১৪৪ ধারা জারি করেছিলেন, আগামী দিনে তাঁদেরও ভুগতে হবে বলে তিনি শাসানি দিয়েছেন। গুণে গুণে ব্যবস্থা নেবার কথা ঘোষণা করেছেন। যাঁরা তাঁর প্রতি আনুগত্যে অবিচল ছিল, তাদের তালিকাও নাকি তিনি তৈরি করছেন, আগামী দিনে যথাযোগ্যভাবে পুরস্কৃত করার জন্য।

উদাহরণ বাড়িয়ে লাভ নেই। এসবের মধ্য দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উগ্র ফ্যাসিবাদী মানসিকতারই প্রকাশ ঘটছে। 'আগামী দিন'-এর প্রকৃত পরিস্থিতি তাঁর এবং তাঁর দলের পক্ষে ভয়াবহ উঠতে পারে, এই সম্ভাবনা অনুধাবন করেই কি তিনি বিপুল ক্রোধে জ্বলে উঠছেন, আবোলতাবোল বকছেন?

ইতিহাস এই শিক্ষাই দেয় যে ফ্যাসিবাদ যতই ভয়ংকর হোক, তা শেষ কথা বলে না, তার পরিণতিও একই রকম ভয়ংকর। হিটলার-মুসোলিনিরা শেষ কথা বলেন না। শেষ কথা বলে মানুষ। তাই ফ্যাসিবাদকে পরাস্ত করে গণতন্ত্র নিজেকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করবেই। এই নির্বাচনে ভয়কে জয় করে ব্যাপক মানুষের অংশগ্রহণ কি সেই ইঙ্গিতই দিচ্ছে? সেই আগামী দিনের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় প্রস্তুত আছেন তো?

প্রয়াত হলেন গুরুশংকর মুখার্জী

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : চলে গেলেন বর্ধমান শহরের সমাজসেবী এবং সি পি আই(এম)-এর প্রবীণ পার্টি সদস্য গুরুশংকর মুখার্জী। মৃত্যুকালে বয়স ছিল ৯১ বছর। বার্ধক্যজনিত রোগে ২৯ এপ্রিল শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। তাঁর মৃত্যুতে গভীর শোক প্রকাশ করেছেন সি পি আই(এম) কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য মদন ঘোষ, অমল হালদার, অচিন্ত্য মল্লিক প্রমুখ। খবর পেয়ে বি সি রোডের বাড়িতে গিয়ে মালা দেন অমল হালদার, আইনুল হক, তাপস সরকার, অপূর্ব চ্যাটার্জী, জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য সহ জেলা কংগ্রেসের সভাপতি আভাষ ভট্টাচার্য, কাউন্সিলার শৈলেন্দ্রকুমার ঘোষ প্রমুখ। শহরের অনেক বিশিষ্ট মানুষ, সাধারণ মানুষ তাঁর বাড়িতে যান।

মদন ঘোষ বলেন, মিউনিসিপ্যাল নির্বাচনকে ঘিরে গুরুশংকরদার সাথে পরিচয়। ১৯৬৭ সালে প্রথম নির্দল হিসাবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন। টানা পাঁচবার নির্বাচিত হন। ৮৮ সালে থেকে আমাদের প্রতীকে নির্বাচিত হন। ব্যাঙ্কের চাকরি ছেড়ে ব্যবসায় নিযুক্ত হন। সাতের দশকে কংগ্রেসি সন্ত্রাসের শিকার হন। তাঁর স্ত্রী, দুই পুত্র ও নাতি বর্তমান। এক ছেলে পার্থ মুখার্জী সি পি আই(এম) জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদস্য। মরদেহ নিয়ে আসা হয় সি পি আই(এম) শহর ৩নং লোকাল কমিটি অফিসে। সেখানে অসংখ্য মানুষ শেষ শ্রদ্ধা জানান। এদিনই বর্ধমান নির্মল ঝিলে তাঁর শেষ কৃত্য সম্পন্ন হয়।

এক ডজন প্রশ্ন

১. 'মে দিবস' কোথায় কবে প্রথম সংগঠিত ভাবে পালন করা হয়? সেদিন কী বার ছিল? এই দিবস পালনের জন্য কোন সংগঠন ডাক দিয়েছিল?
২. ১৮৮৬ সালের ৩ মে পুলিশের গুলিতে ক'জন শ্রমিক মারা যায়? এই শ্রমিকরা কোন কারখানায় কাজ করতেন?
৩. ১৮৮৬ সালের ৪ মে কোন সমাবেশে বোমা বিস্ফোরণ ঘটলে একজন সার্জেন্ট নিহত হন? তখন পুলিশ গুলি চালালে কতজন শ্রমিকের মৃত্যু ঘটেছিল? এই গুলি চালানোর নেতৃত্ব কে দিয়েছিলেন?
৪. ১৮৮৬ সালের ৪ মে'র ঘটনার জন্য কতজন শ্রমিক নেতাকে গ্রেপ্তার করা হয়? তাঁরা কে কে ছিলেন?
৫. উক্ত ৮ জন শ্রমিক নেতার ফাঁসির হুকুম কবে হয়েছিল?
৬. ব্যক্তিগত আবেদনের ভিত্তিতে কার কার যাবজ্জীবন জেল এবং ১৫ বছরের জেল হয়?
৭. ৫ জন শ্রমিক নেতা ব্যক্তিগত আবেদন না করায় কবে তাঁদের ফাঁসির হুকুম হয়?
৮. ফাঁসির আগের দিন কোন শ্রমিক নেতা জেলখানার মধ্যে আত্মহত্যা করেন?
৯. ৪ জন শ্রমিক নেতার মধ্যে কার জন্মদিনেই ফাঁসি হয়েছিল?
১০. কবে থেকে সারা পৃথিবীতে মে দিবস পালনের জন্য আহ্বান জানানো হয়?
১১. আন্তর্জাতিক মে দিবসের মূল দাবি (শ্লোগান) কী কী ছিল?
১২. ভারতে প্রথম কবে কোথায় মে দিবস পালন করা হয়? কে এই মে দিবসের পতাকা তোলেন?

(উত্তর শেষের পাতায়)

মে দিবসের আহ্বান

শিবানন্দ পাল

বিজ্ঞান প্রযুক্তির ব্যবহার পুঁজিবাদী শোষণে শ্রমিকের প্রতিদ্বন্দ্বী। অনেক কাল আগে শ্রমিক নেতা জন হেনরী মেশিনকে প্রতিদ্বন্দ্বী ভেবে লড়াই করে প্রাণ দিয়েছিলেন। আজ সেই যন্ত্র আরো আধুনিক, দানবীয় শক্তিতে মেহনতি মানুষের কাছে যন্ত্রণাস্বরূপ হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রযুক্তির উন্নতি কৃষির বিকাশে যেমন প্রয়োজনের তুলনায় উদ্বৃত্ত তৈরি করেছে, শিল্পে কার্যত মুনাফার পাহাড় তৈরিতে কর্তৃত্বকারীকেই সাহায্য করেছে। মানব সমাজ শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিভক্ত হয়ে পড়ছে, শাসকগোষ্ঠীর হাতে ক্ষমতার কেন্দ্রীভবন ঘটছে। ক্ষমতার এই কেন্দ্রীভবনকে প্রথম উল্টে দিতে সক্ষম হয়েছিল সমাজবাদী ভাবনা।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উভয় সম্পদই শ্রমজীবী জনগণের সম্পত্তিতে পরিণত হয়েছিল। শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি কর্তব্য, সামাজিক দায়বদ্ধতা, সামাজিক ন্যায়, সামাজিক সুরক্ষা ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রাধান্য পেয়েছিল। মাথার উপরে ছাদ, কাজের ঘন্টা কমানো, প্রভিডেন্ট ফান্ড, পেনশন, মেডিক্যাল বেনিফিট, ছেলেমেয়েদের পড়াশোনার জন্য আর্থিক সুবিধা, দুর্ঘটনায় মৃত্যু হলে স্ত্রী, পুত্র-কন্যা বা নিকট আত্মীয়দের মধ্যে এক জনের চাকরি ইত্যাদি সুযোগগুলি শ্রমিকশ্রেণী অর্জন করেছিল। কিন্তু এর জন্য অনেক রক্তাক্ত পথ অতিক্রম করতে হয়েছিল শ্রমিকদের।

শুধু মাত্র মজুরি বৃদ্ধি ও কাজের ঘন্টা কমানোর দাবিতে সংগঠিত লড়াই শুরু হয় ১৮৬৪ সালে। লন্ডনে জন্ম হয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক সংগঠনের। প্রকৃত লড়াই শুরু ১৮৩০ দশক থেকে। ১৮৬৭ সালে প্রকাশিত কার্ল মার্কসের 'পুঁজি' গ্রন্থে শ্রমিকশ্রেণী প্রথম জানতে পারল উদ্বৃত্ত মূল্য কী জিনিস! শ্রমিক যে শ্রমশক্তি ব্যয় করে, আর যা মজুরি পায়, উৎপাদিত পণ্যের মূল্য তার কয়েক গুণ বেশি। উভয় মূল্যের ফারাক, বাড়তি মূল্য যায় মালিকের পকেটে। শ্রমিক সংখ্যা বেশি হওয়ায় কম মজুরিতে শ্রমিকদের ব্যবহার করা যায়। উনিশ শতকের গোড়ার দিকে শ্রমিকের কাজের সময় ছিল ভোর থেকে সন্ধ্যা। কোথাও তা চৌদ্দ, কোথাও তা ষোল ঘন্টা করা হচ্ছিল। শ্রমিক যা মজুরি পায়, তাতে চার ঘন্টা শ্রমশক্তি ব্যয় করলেই পুষিয়ে যায়। বাকি ঘন্টার শ্রম মালিক লুট করে। শ্রমিক শোষণের এই ভিত্তি পুঁজিবাদী ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে।

বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি মালিকের শোষণ ব্যবস্থাকেই পুষ্ট করে। মালিকের হাতে অঢেল টাকা, সে যন্ত্র কিনতে সক্ষম। আর যন্ত্র শ্রমিকের থেকে দ্রুত কাজ করে। শ্রমিকের সংখ্যা কমিয়ে দেয়। দ্রুত উৎপাদন, দ্রুত মুনাফা। মুষ্টিমেয় কিছু লোকের হাতে বিপুল আর্থিক ক্ষমতা আসায় তা রাজনৈতিক ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বাড়িয়ে তুলল। ১৭৬৪ সালে ইংল্যান্ডের শিল্প বিপ্লব চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিল যাদের বিরুদ্ধে শ্রমিকরা সরকারের কাছে অভিযোগ জানায়, সরকারটা তারাই গড়ে দিয়েছে। শ্রমিকরা চট জলদি একটি সমাধানের পথ দেখতে পেল সমবায় ব্যবস্থার মধ্যে। কিন্তু তা যে ফলপ্রসূ নয় অচিরেই প্রমাণিত হল। আবেদন নিবেদনে মালিকের হৃদয় পরিবর্তন না হলে কিছুই মেলে না। দিশাহীন অসহায় শ্রমিকরা ১৮১১ সালে মেশিন ভাঙতে শুরু করেছিল। ১৮৩৩ সালে ফ্যাক্টরি আইনে বলা হয় কাজের সময় ১৫ ঘন্টা। ১৮৩৪ সালের ১লা মার্চ বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকরা ৮ ঘন্টা কাজের দাবিতে ধর্মঘট ডাকে। তেরো বছর পরে ১৮৪৭ সালে ব্রিটেনে 'দশ ঘন্টা কাজের সময়' আইন পাশ হয়।

মার্কস এই ঘটনাকে একটা নীতির জয় বলে উল্লেখ করেন। ১৮৬৪ সালে প্রথম আন্তর্জাতিকের উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বললেন, 'এই প্রথম প্রকাশ্য দিবালোকে মধ্যবিত্ত শ্রেণীর রাজনৈতিক অর্থনীতি শ্রমিকশ্রেণীর রাজনৈতিক অর্থনীতির কাছে আত্মসমর্পণ করলো।' অর্থাৎ শ্রেণীবিভক্ত সমাজে প্রতিটি শ্রেণীর ভিন্ন ভিন্ন রাজনৈতিক অর্থনীতি রয়েছে। শ্রেণীতে শ্রেণীতে দ্বন্দ্ব, রাজনৈতিক অর্থনৈতিক দ্বন্দ্বেরই প্রকাশ। শ্রেণীর বিনাশ না ঘটলে দ্বন্দ্ব থাকবেই। ধর্মঘট, মিছিল, বিক্ষোভ বাড়তে থাকে। কৃষি ও শিল্প উভয় ক্ষেত্রেই পুঁজিবাদ প্রবেশ করে। পঞ্চদশ শতাব্দীতে ব্যবসা বাণিজ্যই ইউরোপের প্রধান অর্থনীতি হয়ে দাঁড়ায়। আর বাণিজ্য বাজার চায়।

মানব সভ্যতায় হিংস্রতার মর্মান্তিক ইতিহাস হল মুনাফার জন্য শ্রমিকদের সঙ্গে পুঁজিবাদ কেমন আচরণ করবে! ওলন্দাজ, ইংল্যান্ড, আমেরিকা ও ফরাসিদের দেশে বিপ্লবগুলিতে উদীয়মান বুর্জোয়ারাই নেতৃত্ব দেয়। বুর্জোয়ারা যখন শক্তিশালী হয়, উপেক্ষা করে শ্রমিকদের। অতিরিক্ত উৎসাহে ফরাসি বুর্জোয়ারা রাজতন্ত্র ও একনায়কতন্ত্রের উচ্ছেদের জন্য ফরাসী জনগণকে একত্রিত করে রাষ্ট্রক্ষমতা দখল করেছিল। কিন্তু ক্ষমতা পেয়েই তারা শ্রমিকদের মজুরি বৃদ্ধি ও জীবনধারণের মান বৃদ্ধির দাবির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করে। হতাশ শ্রমিকদের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে এলেন কৃষক সন্তান ফ্রাঙ্কোইস নোয়েল ব্যাবুফ। এই অপরাধে ১৭৯৭-র ২৮ মে তাঁর ফাঁসি হয় মাত্র ৩৭ বছর বয়সে। বলতে গেলে ব্যবুফ-ই ইতিহাসে প্রথম কমিউনিস্ট।

এ ঘটনার একত্রিশ বছর পরে ১৮২৮ সালে আমেরিকায় বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকরা কাজের ঘন্টা কমানো ও মজুরি বৃদ্ধির জন্য প্রথম ধর্মঘট করে। ফ্রান্সে 'বুর্জোয় শ্রেণী নিপাত যাক' বলে শ্রমিকশ্রেণী যখন ক্ষমতা দখলের লড়াই শুরু করে, পাশে বুদ্ধিজীবী, মধ্যবিত্ত, কৃষক কেউ ছিল না। ১৮৭০ সালে তিনি হাজার বিপ্লবীকে হত্যা, পনেরো হাজার বিপ্লবীকে বিতাড়ন করে ফ্রান্সে লুই বোনাপার্ট ক্ষমতা দখল করেন। দেড় মাসের মধ্যে দুর্নীতি আর স্বৈরতন্ত্রী শোষণ তৃতীয় নেপোলিয়নকে শোচনীয়ভাবে পরাস্ত করে। গণবিক্ষোভে সাধারণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়। ১৮৭১ সালের মার্চে নির্বাচনে ক্ষমতায় আসে শ্রমিক প্রতিনিধিরা। মার্কসবাদীরা প্রভাবশালী হলেও ছিলেন সংখ্যালঘু। এখানেও ভবিষ্যত পরিকল্পনা ছাড়াই স্বতঃস্ফূর্ত উন্মাদনায় শ্রমিকরা বিদ্রোহ শুরু করে দেয়। দ্বিধা থাকলেও মার্কস কমিউনের প্রতি আন্তর্জাতিক সংহতি আন্দোলনের নেতৃত্ব দিতে এগিয়ে আসেন। কমিউন মাত্র ৭২ দিন স্থায়ী হয়।

ইতিহাসে এই প্রথম কমিউনের সাফল্যে প্রতিক্রিয়াশীলরা আঁতকে উঠল। আট দিনের মরণপণ লড়াইয়ে ১৭ হাজার শ্রমিক খুন হলেন, ৪০ হাজার কমিউন গার্ড গ্রেপ্তার হয়। এদের মধ্যে বাছাই করে ১০ হাজার জনকে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত, বিতাড়ন অথবা যাবজ্জীবন নির্বাসিত করে বুর্জোয়ারা ফের ক্ষমতা দখল করে নিল। রক্তের বন্যায় ভেসে গেল প্যারীর রাস্তা। মার্কস বললেন, 'শ্রমিক শ্রেণীর মুক্তি না হওয়া পর্যন্ত এই নীতি বারেবারে শক্তিশালী প্রভাব খাটিয়ে যাবে।' ইউরোপ জুড়ে শ্রমিকদের ধর্মঘট ভাঙতে নামলো দেশের সামরিক বাহিনীর সঙ্গে মালিকের গুন্ডা বাহিনী। গ্রেপ্তার, হত্যা, ছাঁটাই চলছিল। ১৮৭৭ সালে আমেরিকার ইতিহাসে সফল হল জাতীয় রেল ধর্মঘট। এক দশক জুড়ে ক্রমাগত আর্থিক ও শিল্পগত বন্ধ্যাত্ব এবং মন্দায় শ্রমিকদের কাজের ঘন্টা কমানোর দাবিকে জোরালো করে তুলছিল। ১৮৮৬-র ১লা মে আট ঘন্টা কাজের দাবিতে শুরু হল দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট। সাড়ে তিন লক্ষ শ্রমিক অংশ নিল। বামপন্থী ভাবধারার প্রধান কেন্দ্রস্থল শিকাগো শহর। ৩রা মে সভা শেষ হবার মুহূর্তে আচমকা সশস্ত্র পুলিশ ঝাঁপিয়ে পড়ল ধর্মঘটিদের উপর। শুর হল খণ্ডযুদ্ধ। চার জন্য শ্রমিক শহিদ হলেন, সাত জন পুলিশের মৃত্যু হল। শুরু হল বিচারের নামে প্রহসন। সাত জনের মৃত্যুদণ্ড, এক জনের যাবজ্জীবন কারাবাস। পৃথিবীজুড়ে প্রতিবাদে সোচ্চার হলেন প্রগতিশীল মানুষ। দু'জনের মৃত্যুদণ্ড কমে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হল। ১৮৮৯ সালের ১৪ জুলাই এঙ্গেলসের উদ্যোগে ফরাসি বিপ্লবের শতবর্ষ উদ্‌যাপনের দিনে প্যারিসে গঠিত হল দ্বিতীয় আন্তর্জাতিক। সিদ্ধান্ত হল আট ঘন্টা কাজের দাবিতে শিকাগো শ্রমিকদের বীরত্বপূর্ণ সংগ্রামকে স্মরণ করে এই দিনে 'আন্তর্জাতিক বিক্ষোভ মিছিলের দিবস' পালন করা হবে! প্রত্যেক দেশের শ্রমিক এই বিক্ষোভ মিছিল অবশ্যই সংগঠিত করবে। এঙ্গেলস বললেন, 'শ্রমিকশ্রেণীকে নিজেই নিজের মুক্তি আনতে হবে।'

১৮৯০ সালের ১লা মে বিশ্বের বড় বড় শিল্প শহরে লক্ষ লক্ষ মানুষ উদযাপন করলেন প্রথম মে দিবস। ১৯১৭ সালে নভেম্বর বিপ্লবের পর সোভিয়েত সরকার সিদ্ধান্ত নিল ১লা মে দিনটিকে শ্রমিকদের জাতীয় দিবস হিসাবে উদ্‌যাপন করা হবে। আট ঘন্টা কাজের দাবি ক্রমশ বিশ্বময় স্বীকৃতি পেল। রাশিয়ায় সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব সফল হবার পর এশিয়ায় মে দিবসের লাল আগুন ছড়িয়ে পড়ল দিক থেকে দিগন্তে। ১৯২৩ সালে ভারতের মাদ্রাজ শহরে সর্বপ্রথম লাল পতাকা উত্তোলন করে কিষান-মজদুর পার্টির উদ্যোগে মে দিবস পালিত হল। এ পর্যন্ত বিশ্বের ১১০ টি দেশে সরকারি বদান্যতায় শুধু ছুটিই নয়, মে দিবস উদ্‌যাপিত হয় শহিদদের স্মরণে। ইতিহাসের ট্রাজেডি, শ্রমিকদরদি সাজার জন্য ফ্যাসিস্ত হিটলারকেও ১ মে-কে শ্রমিকদের জাতীয় দিবস হিসাবে স্বীকৃতি দিতে হয়েছিল জার্মানিতে। শুধু হিটলারই নয়, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফ্রান্সে ফ্যাসিস্ত হিটলারের সঙ্গী মার্শাল পিতেনের একনায়কতন্ত্রী সরকার, স্পেনের ফ্যাসিস্ত ফ্রাঙ্কো-ও শ্রমিকদের ধোঁকা দেবার জন্য মে দিবসকে মেনে নিয়েছিল।

আজ দুনিয়াজুড়ে চলছে বাজার অর্থনীতি। পুঁজিপতি কর্পোরেট সেক্টরের বাবুরা বেশি করে পড়ছেন মার্কসের সেই অমর গ্রন্থ 'পুঁজি'। কীভাবে শ্রমিকশ্রেণীকে ধ্বস্ত করা যায়। শ্রমিকের অর্জিত অধিকার ক্রমশ সঙ্কুচিত হচ্ছে। আমাদের দেশে কেন্দ্রীয় সরকারে ক্ষমতায় এসেছে এনডিএ জোট সরকার। দু'বছর অতিক্রান্ত হতে চলল। নতুন ভারত গড়ার নামে, দেশের যে অবস্থা ছিল তাকেও ধ্বংস করা হচ্ছে। মূল্য বৃদ্ধি, শূন্য কর্মসংস্থান্য কী কেন্দ্র, কী রাজ্য; কোনও সরকারই কৃষি, সেচ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, গ্রামীণ কর্মসংস্থান, অসংগঠিত শ্রমিকদের সামাজিক সুরক্ষার বিষয়ে উদ্যোগ নিচ্ছে না। কৃষক ফসলের লাভজনক দাম পাচ্ছে না, অথচ সার, বীজ, পেট্রলজাত দ্রব্য, বিদ্যুতের দাম বাড়ানো হচ্ছে। লাভজনক রাষ্ট্রায়ত্ত ক্ষেত্র, নবরত্ন সংস্থা, বন্দর, কয়লা, খনিজ তেল, গ্যাস, রেল, প্রতিরক্ষা ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি লুটের জন্য দেশি বিদেশি পুঁজিপতিদের হাতে তুলে দেওয়া হচ্ছে। নতুন বিনিয়োগের নামে শ্রম আইন সংশোধনের মাধ্যমে সংগঠিত শিল্পে ফিরিয়ে আনা হচ্ছে মধ্যযুগীয় বর্বর অবস্থা। স্বাধীনতার ৬৮ বছর পরে অসংগঠিত ৯৪ শতাংশ অর্থাৎ প্রায় ৪৫ কোটি মানুষ কোনও নূন্যতম মজুরি বা সামাজিক সুরক্ষা আইনের সুবিধার জায়গায় নেই। কেন্দ্রীয় সরকার আবার ইএসআই প্রকল্প তুলে দেবার ষড়যন্ত্রে নেমেছে।

প্রথম ইউপিএ সরকারের সময়ে বামপন্থীদের চাপে গঠিত অর্জুন সেনগুপ্ত কমিশনের সুপারিশ সারা দেশে কেন্দ্র বা রাজ্য সরকারগুলি কেউ মানেনি। ব্যতিক্রম ছিল পশ্চিমবঙ্গ, কেরালা ও ত্রিপুরা। রাজ্যগুলির তৎকালীন বামফ্রন্ট সরকার নিজস্ব তাগিদেই শ্রমজীবীদের জন্য কিছু সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্পের ব্যবস্থা

—এরপর চারের পাতায়

বিজ্ঞান ও জনস্বাস্থ্য

ভারতের নিজস্ব উপগ্রহভিত্তিক অবস্থান নির্ণয় ব্যবস্থা IRNSS

ড. অনিন্দ্য বসু

বিগত ২৮ এপ্রিল, ২০১৬ ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থা (ISRO)-র সাফল্যের মুকুটে আর একটি পালক যুক্ত হল। ISRO-র ধারাবাহিক প্রয়াসে ঐ দিন (কৃত্রিম) উপগ্রহ ভিত্তিক অবস্থান নির্ণয়-এর জন্য নির্মিত Indian Radio Navigation Satellite System (IRNSS) ব্যবস্থার সপ্তম উপগ্রহটি উৎক্ষেপণের মধ্য দিয়ে উপগ্রহমণ্ডলী (Constellation) টি সম্পূর্ণ হলো এবং শীঘ্রই ব্যবস্থাটি সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য হিসেবে ঘোষিত হতে চলেছে। এর মধ্যে দিয়ে ভারত পৃথিবীর তৃতীয় দেশ হিসেবে নিজস্ব উপগ্রহ ভিত্তিক অবস্থান নির্ণয় ব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় উপগ্রহমণ্ডলী সম্পূর্ণ ও সফলভাবে তৈরির গৌরব অর্জন করলো। সংবাদটি আমাদের অনেকেরই গোচরে এসেছে কিন্তু এর কার্যপ্রণালী এবং প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে সাধারণ মানুষের পরিষ্কার ধারণা তৈরির অবকাশ হয়নি। এই সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধে উপগ্রহভিত্তিক স্থান নির্ণয় ব্যবস্থা—কেমনভাবে তা কাজ করে আর কেনই তা প্রয়োজন সে বিষয়ে একটি ধারণা তৈরির চেষ্টা করা হলো।

সভ্যতা বিকাশের আদি পর্ব থেকেই আমি কোথায় আছি এবং এরপর কোন দিকে যেতে হবে?—এই দুটি প্রশ্ন মানুষের বেঁচে থাকার এবং সভ্যতা বিকাশের প্রয়োজনে সামনে এসেছে। প্রাগৈতিহাসিক মানুষ শিকার করার পর দিনের শেষে প্রাণ বাঁচাতে নিজের গুহার রাস্তা খুঁজেছে। পরবর্তীকালে এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যাবার প্রয়োজনে নিজের অবস্থান ও দিক নির্দেশ করতে চেয়েছে।

প্রাথমিকভাবে আশেপাশের পথচিহ্ন (landmark) ও আকাশের তারা তার প্রয়োজন মিটিয়েছে, যা আজও প্রচলিত রবীন্দ্রনাথের ছোটগল্পে—তেঁতুল বটের কোলে / দক্ষিণে যাও চলে / ঈশান কোণে ঈশানী / বলে দিলাম নিশানি—এই দিকনির্দেশ ব্যবস্থার ব্যবহার নিশ্চয়ই পাঠকের মনের কোণে উঁকি দিচ্ছে! সভ্যতা, বাণিজ্য ও রাজশক্তির বিকাশে জলপথের ব্যবহার শুরু হওয়ায় নিজস্ব অবস্থান দিকনির্ণয়-এর প্রয়োজন আরো বেশিভাবে সামনে আসে। কারণ সমুদ্রের মাঝে কোনো পথচিহ্ন নেই আর দিনের বেলা বা মেঘে ঢাকা আকাশে তারা দেখতে পাওয়া যায় না। পরবর্তীকালে নিরাপদ বিমানযাত্রার জন্যও এই প্রয়োজন আরো গভীর হয়। এই প্রয়োজনগুলি থেকেই অবস্থান নির্ণয় সংক্রান্ত বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উদ্ভব ও বিকাশ ঘটেছে, যার পোশাকি নাম নেভিগেশন প্রযুক্তি। কম্পাস, সেক্সট্যান্ট, নির্ভুল ঘড়ি ইত্যাদি ব্যবহারের মাধ্যমে অবস্থান নির্ণয় ব্যবস্থার ক্রমাগত উন্নতি হয়েছে। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় জল, স্থল এবং আকাশে সামরিক বাহিনীকে অবস্থান নির্ণয়ে সহায়তা করার জন্য এই কাজে ইলেকট্রনিক পদ্ধতি ব্যবহার শুরু হয়। রাডার ও অন্যান্য স্থলভিত্তিক ইলেকট্রনিক ব্যবস্থা (LORAN, DECCA, OMEGA) ব্যবহার করে আরো বেশি নির্ভুল অবস্থান নির্ণয় সম্ভব হলেও এই ব্যবস্থাগুলির বেশ কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। ১৯৮০-র দশকে তাই উপগ্রহভিত্তিক অবস্থান নির্ণয় ব্যবস্থার সূত্রপাত হয়—যা আগের সমস্ত ব্যবস্থার চেয়ে নির্ভুলভাবে পৃথিবীর সব জায়গা থেকে অবস্থান নির্ণয়ের পথ খুলে দেয়। সময়ের সঙ্গে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের Global Positioning System (GPS), রাশিয়ার GLONASS সম্পূর্ণভাবে কাজ শুরু করে এবং ভারতের IRNSS, ইউরোপীয় সংঘের GALILEO, চীনের BEIDOU / COMPASS আর জাপানের QZSS চালু হবার বিভিন্ন পর্যায়ে রয়েছে। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য IRNSS এবং QZSS হলো দুটি আঞ্চলিক ব্যবস্থা আর অন্যগুলি সমস্ত পৃথিবী জুড়ে পরিষেবা দিতে সক্ষম। GPS প্রধানত সামরিক প্রয়োজনে তৈরি হলেও পরবর্তীকালে অসামরিক ব্যবহারকারীর সংখ্যা পৃথিবীজুড়ে অনেক অনেকগুণ বেশি। অনেকগুলি দেশের বিষয়টিতে তীব্র আগ্রহ এবং ধারাবাহিক প্রয়াস থেকেই আজকের দিনে অবস্থান নির্ণয় ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা এবং উপযোগিতা বোঝা যায়।

কিন্তু এই উপগ্রহভিত্তিক পদ্ধতি কীভাবে কাজ করে? সামগ্রিক বিষয়টি বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির প্রায়োগিক দিকের একটি চূড়ান্ত উৎকর্ষের নিদর্শন এবং স্বাভাবিক ভাবেই বেশ জটিল। খুব সহজে বিষয়টি বোঝার একটু চেষ্টা করা যাক। পৃথিবীপৃষ্ঠে বা তার কাছাকাছি নিজের তাৎক্ষণিক অবস্থান জানতে আমাদের নিজের অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা এবং ভূপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা জানা দরকার। উপগ্রহভিত্তিক ব্যবস্থায় প্রযুক্তিগত কারণে আরো একটি অজানা রাশি, সময় এর সঙ্গে যুক্ত হয়—অর্থাৎ অজানা রাশির সংখ্যা এসে দাঁড়ায় মোট চারটি। গাণিতিক নিয়ম অনুযায়ী, চারটি অজানা রাশিকে জানতে একসঙ্গে চারটি গাণিতিক সমীকরণ তৈরি করে তার সমাধান করতে হয়। তাই, উপগ্রহের সাহায্যে অবস্থান নির্ণয় করার জন্য যে কোন জায়গা থেকে একসঙ্গে চারটি উপগ্রহ থেকে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ (Signal) পাওয়া দরকার—এই চারটি সিগন্যাল একটি ছোট ইলেকট্রনিক গ্রাহক যন্ত্রে (Receiver) পৌঁছলে, Receiver ইলেকট্রনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে অজানা রাশিগুলির সমাধান করা হয় এবং ঐ জায়গার অবস্থান (অক্ষাংশ, দ্রাঘিমা ও উচ্চতা) অত্যন্ত নির্ভুলভাবে পাওয়া যায়। এই তথ্য সামরিক ও অসামরিক ক্ষেত্রে গাড়ি, রেল, জাহাজ, বিমান কিংবা যে কোনো বস্তুর নির্ভুল তাৎক্ষণিক অবস্থান নির্ণয়ে ব্যবহার করা যায় এবং তার প্রয়োগ দেখা যায় কৃষি, শিল্প যোগাযোগ, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষা, জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা, এমনকি বিনোদনেও। এর উপর ভিত্তি করে অবস্থান ভিত্তিক পরিষেবা ও বাণিজ্যের (Location Based Service, LBS and Location Commerce, L-Commerce) সুযোগ সারা পৃথিবী জুড়ে ক্রমশ বিকশিত হচ্ছে। একটি সাম্প্রতিক সমীক্ষা অনুযায়ী ২০২৩ সাল নাগাদ এই বাণিজ্যের সম্ভাব্য মোট পরিমাণ প্রায় ৮০০ বিলিয়ন ইউরো (প্রায় সাড়ে তিরিশ হাজার কোটি টাকা)। স্বাভাবিকভাবেই, এই বিরাট বাজারকে ব্যবহার করার পৃথিবী জোড়া প্রয়াস চলছে। উপগ্রহভিত্তিক অবস্থান নির্ণয় সাধারণ মানুষের মধ্যে প্রচলিত এবং জনপ্রিয় হচ্ছে। তার ফলে একটু উন্নত মোবাইল ফোনেও এই সুবিধা যুক্ত হয়েছে। উপগ্রহভিত্তিক অবস্থান নির্ণয় ব্যবস্থার আর একটি বিশেষ ব্যবহার পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জাতীয় সময় রক্ষার কাজে—যা অন্য এক আকর্ষণীয় আলোচনার বিষয়।

পৃথিবীর যে কোনো জায়গা থেকে, যে কোনো সময়ে, যে কোনো আবহাওয়ায় অবস্থান নির্ণয়ের জন্য GPS ~î, GLONASS ব্যবস্থায় যথাক্রমে ৬ এবং ৩টি কক্ষপথে ২৮ টি কর্মরত এবং কিছু অতিরিক্ত উপগ্রহ রয়েছে যাতে যে কোনো জায়গা থেকে আগে আলোচিত অন্তত ৪টি উপগ্রহের সিগন্যাল পাওয়া যায়।

আমাদের দেশের নিজস্ব প্রযুক্তিতে, সম্পূর্ণ ভারতে তৈরি উপগ্রহভিত্তিক অবস্থান নির্ণায়ক IRNSS একটি আঞ্চলিক ব্যবস্থা যার প্রাথমিক প্রয়োগক্ষেত্র ভারতের তটরেখা থেকে ১৫০০ কিমি। এর বাইরেও অপ্রধান প্রয়োগক্ষেত্র হিসবে ভারতের চারদিকে এবং ভারত মহাসাগরের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে এর পরিষেবা পাওয়া যাবে। ভারতীয় উপমহাদেশ, সার্ক দেশগুলি, অস্ট্রেলিয়া এবং আফ্রিকার কিছু অঞ্চলে এই সুবিধা ব্যবহার করা যাবে। ২০১৩ সালে প্রথম উপগ্রহটি SIRNSS-1AV উৎক্ষেপণের সঙ্গে এই প্রয়াস-এর সূচনা হয় এবং ২৮ এপ্রিল, ২০১৬ সপ্তম (IRNSS-1G) টির সফল উৎক্ষেপণের মাধ্যমে ৭-উপগ্রহের এই উপগ্রহমণ্ডলী সম্পূর্ণ হলো। সামান্য কিছু পরীক্ষার পর ২০১৭ সালের মধ্যেই এই মণ্ডলীকে সম্পূর্ণ ব্যবহারযোগ্য বলে ঘোষণার পরিকল্পনা ISRO -র পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে। আরো একটি আকর্ষণীয় বিষয় হলো ইতিমধ্যেই এই ব্যবস্থার প্রয়োজনীয় গ্রাহকযন্ত্র (receiver) সফলভাবে ভারতে তৈরি হয়েছে— যা নানারকম প্রাথমিক পরীক্ষার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে। সঙ্গের ছবিটিতে কর্মরত অবস্থায় এমনই একটি receiver দেখানো হয়েছে।

IRNSS একটি দেশীয় প্রযুক্তি এবং গবেষণালব্ধ জ্ঞানের উৎকৃষ্ট উদাহরণ। সমরিক এবং অসামরিক ক্ষেত্রে এই ব্যবস্থা দেশের প্রযুক্তিগত স্বনির্ভরতা এবং স্বাধীনতার এক অনন্য উদাহরণ। বিভিন্ন ব্যবহারিক ক্ষেত্রে প্রয়োগের মাধ্যমে এই প্রযুক্তির সুফল আরো বেশি করে সাধারণ নাগরিকদের কাছে পৌঁছনোর সুযোগ রয়েছে। সুযোগ রয়েছে ছাত্র-ছাত্রীদের নতুন গবেষণার মাধ্যমে ব্যবস্থাটির উন্নতিসাধন। দেশের মানুষ এই সংক্রান্ত গবেষণা, উন্নয়ন এবং রূপায়ণের সঙ্গে যুক্ত বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তিবিদ ও সমস্ত কর্মীদের অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানাচ্ছে এবং ব্যবস্থাটির পূর্ণ কর্মক্ষম ঘোষিত হবার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছে।

এ বিষয়ে আরো জানতে http://bugnss.webs.com ওয়েবপেজ দেখা যেতে পারে। আন্তর্জাল-এও এ বিষয়ে প্রচুর তথ্য রয়েছে।

চিকিৎসার শ্রেণী বিভাগ

অশ্বিনীকুমার

আমার পরিচিত একজন অতি উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোকের স্ত্রী ডায়াবেটিসের রোগী। ভদ্রলোক আমাদের সমাজের চোখে অতি মান্যগন্য ভদ্রলোক। ওনার স্ত্রী ডায়াবেটিসে ভুগছিলেন অনেকদিন ধরে। জীবাণুঘটিত সংক্রমণে ভদ্রমহিলা খুবই অসুস্থ হয়ে পড়েন। অতিদ্রুত তাকে হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। হাসপাতাল বলতে, বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল। ভদ্রলোক তখন দ্বিধাগ্রস্ত। চিকিৎসক-বন্ধুর পরামর্শে অতি দ্রুত হাসপাতালে গেলেও, সরকারি হাসপাতাল সম্পর্কে উনি সন্দিহান।

ভদ্রলোকের শুভানুধ্যায়ীর সংখ্যা কম নয়। আবার এইসব শুভানুধ্যায়ীদের বড় অংশই সমাজের কেউকেটা। ফলে তাদের মাধ্যমে চেনা ডাক্তারের ভিড় জমে যায় রোগীর আশেপাশে। এবার ভদ্রলোক কিছুটা অশ্বস্ত। জীবাণু সংক্রমণের চিকিৎসা, ব্লাড সুগারের চিকিৎসা শুরু হয়। এবার চোখে পড়ে রোগীর বিছানা, তার চারপাশের অন্য রোগীদের দিকে। আবার দ্বিধা এসে গ্রাস করে ভদ্রলোককে। আবার ছুটোছুটি—একে ধরা, ওকে ধরা। কিছু একটা কি করা যায় না? অবশেষে পথ একটা বেরিয়ে আসে। প্রভাবশালী রাজনৈতিক নেতার হস্তক্ষেপে রোগী 'মানবিক কারণে' জায়গা পায় আই সি ইউ-তে। এবার ভদ্রলোক নিশ্চিন্ত হন। মানুষের শুভবুদ্ধির ওপর উনি আস্থা হারাতে বসেছিলেন। এই ঘটনা ওনাকে মানুষের ওপর আস্থা রাখার শক্তি জোগালো। ভদ্রমহিলা হাসপাতালের আই সি ইউ-তে রইলেন প্রায় দশদিন। ঠাণ্ডা ঘরে, পরিচ্ছন্ন পরিবেশে দ্রুত ফিরে পেতে লাগলেন শরীরের হারিয়ে যাওয়া শক্তি।

এই ক'দিন ওই উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক উচ্চগ্রামে সরকারি ডাক্তার, নার্সদের কর্তব্যবোধের, সহানুভূতির মানবিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রশংসায় আকাশ-বাতাস ভরিয়ে দিলেন। ডাক্তার নার্স থেকে ঝাড়ুদার অবধি সকলে প্রশংসা পেয়ে গদগদ। সাধারণভাবে এরা সবাই গালাগাল খেতে অভ্যস্ত। ফলে ভদ্রমহিলার খোঁজ খবর নেওয়ার বহর বাড়তে থাকে সরকারি কর্মীদের তরফ থেকে। ডাক্তার নার্সদের কপালেও এরকম রোগী জোটে কম। ফলে সকলেই খুসিতে ডগোমগো। অবশেষে ভদ্রমহিলা যেদিন আই সি ইউ থেকে ছাড়া পেলেন, সেদিন অতি উচ্চশিক্ষিত ভদ্রলোক অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে জানালেন যে এই হাসপাতালের কর্মীরা তার জ্ঞানচক্ষু উন্মীলনে যেভাবে সাহায্য করেছেন তা তিনি সারা জীবন কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করবেন। এর উত্তরে ডাক্তার নার্স, জি ডি এ ভাই সবাই বার বার বলেন, তারা তাদের কর্তব্য করেছেন মাত্র। এভাবেই পারস্পরিক পিঠ চাপড়ানিতে একটি মিলনান্তক দৃশ্যের ওপর যবনিকা পড়ে।

সেদিন হাসপাতালে কি এই একটি ঘটনাই ঘটেছিল? এই সুন্দর 'মানবিক' ঘটনার পেছনে কি চোখে না-পড়া আর কোন ঘটনা ছিল? এসব প্রশ্ন করলেই সবাই রে রে করে তেড়ে আসবে। চারিদিক থেকে গালি বর্ষণ হবে—নিন্দুক, বিশ্ব নিন্দুক, ভাল ঘটনার পেছনেও প্রশ্ন ছুঁড়ে যাবে, আহাম্মকে কাকে বলে?

একথা ঠিক যে উচ্চমধ্যবিত্ত ঘরের বউ-মেয়েরা হাসপাতালের সাধারণ বেডে বেমানান। নেহাত বেকায়দায় না পড়লে, কেউ এদিকে আসবেন না। এটাই স্বাভাবিক, তাদের পক্ষে ওই অপরিচ্ছন্ন জেনারেল বেডে থাকা অসম্ভব। এ ব্যাপারটা বোঝে সবাই। তাই সবাই চায় এই অবস্থায় যেন এইসব বাড়ির মেয়ে-বৌরা থাকতে বাধ্য না হয়। ফলে এই জাতীয় রোগীকে কোনভাবে সরকারি আই সি ইউতে পৌঁছে দিতে পারলে অনেকেই বিবেকের দংশন থেকে মুক্ত হন।

এখন যদি বলা হয়, বিবেক ব্যাপারটা শ্রেণী-নির্ভর ও একমুখী, সবাই রে রে করে মারতে আসবে। বিবেকেরও শ্রেণী বিভাগ? আমরা 'বিবেকের তাড়নায়' ভুলে যাই, আই সি ইউ-র বেড সীমিত। আমরা ভুলে যাই, আই, সি ইউ নির্ভর চিকিৎসার প্রয়োজন ছাড়া কাউকে কোনোভাবে আই সি ইউ-তে ভর্তি করা উচিত নয়। নেহাতই পরিচ্ছন্নতার জন্য, একটু আরামে থাকার জন্য একজন প্রভাবশালী মানুষ যদি আই সি ইউ-তে ঢুকে পড়েন, তখন আর একজন মানুষ, যার বেসরকারি বড় হাসপাতালে যাওয়ার মতো পকেটের জোর নেই, যার প্রভাবশালী বন্ধু নেই, সে বেচারা বাড়ির অন্ধকার কোনে বুকে অসহ্য ব্যথা নিয়ে অ্যান্টাসিড খেয়ে মারা যায়। তার প্রয়োজনে সে পেলনা আই সি ইউ-র সুবিধা। শ্রেণী দৃষ্টিভঙ্গির কথাটা এখানে আসে। দরিদ্র মানুষের জন্য, যারা কোথাও যেতে পারবে না, তাদের জন্য আই সি ইউ তে রোগী ভর্তির নির্বাচন প্রক্রিয়া যে স্বচ্ছ হওয়া প্রয়োজন তা আমরা ভুলে যাই। আমরা ভুলে যাই, প্রয়োজনের তুলনায় আই সি ইউ বেডের সংখ্যা সরকারি হাসপাতালে যথেষ্ট কম। আবার যে-কটা বেড আছে, তার অনেকগুলি পরোক্ষ প্রভাবশালীদের দখলে। ফলে সাধারণ মানুষ যে তিমিরে, সে তিমিরেই।

আমার পরিচিত ভদ্রলোক, যার স্ত্রী সরকারি হাসপাতালের সর্বোচ্চ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করলেন, তার চিকিৎসা অনায়াসে আই সি ইউ-র বাইরে হতে পারত। শুধুমাত্র 'মানবিক কারণে' তিনি জায়গা পেলেন আই সি ইউতে। চিকিৎসার প্রয়োজনে যত না, তার চেয়ে 'মানবিক কারণের' ধুয়ো বড় হয়ে দেখা দিল ভদ্রলোকের স্ত্রীর চিকিৎসার ক্ষেত্রে। সমাজের চোখে যারা বড় মাপের মানুষ, তাদের জন্য কিছু সুযোগ-সুবিধা অলিখিতভাবেই চালু থাকে। এ নিয়ে কেউ প্রশ্ন করে না। ভদ্রলোক নিজেও ব্যাপারটা বোঝেন। সুযোগ গ্রহণ না করাটাও যে অনেক সময় প্রয়োজন তা তিনি বোঝেন না প্রয়োজনীয় মুহূর্তে।

অথচ বিভিন্ন সরকারি, বেসরকারি অনুষ্ঠানে ভদ্রলোক বক্তা হিসাবে যখন উপস্থিত হন, তখন সাধারণ মানুষের বঞ্চনার দিকগুলি তুলে ধরেন অসামান্য বাক্যবিন্যাসে। বক্তা হিসাবে, সমাজের সর্বত্র একজন বিবেকবান মানুষ হিসাবে, সর্বসাধারণের জীবন-যন্ত্রণার সাথী হিসাবে ভদ্রলোক সর্বজনশ্রদ্ধেয়।

এরকম বিবেকবান একজন মানুষ কিন্তু হাসপাতালে দাঁড়িয়ে বলেন নি 'আমার স্ত্রীর আই সি

—এরপর চারের পাতায়

স্বস্তির ঝড়-বৃষ্টিতে অস্বস্তি কালনার কৃষকদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কালনা, ২ মে : দীর্ঘ দাবদাহের পর ১ মে বিকালে ঝড়-বৃষ্টি সহ শিলাপাত জনজীবনে স্বস্তি এনে দিলেও, পাশাপাশি তা চরম অস্বস্তিরও কারণ হয়ে উঠেছে কৃষকদের কাছে। এদিন কৃষির ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে কালনা মহকুমা জুড়ে। কাটোয়া শহরে বড় কিছু গাছ ভেঙে পড়েছে।

কৃষিপ্রধান কালনা মহকুমায় বোরো ধানের চাষ হয়েছে পাঁচটি ব্লকেই। পাকা বোরো ধান কাটা শুরু হলেও অধিকাংশ বোরা ধান জমিতেই রয়েছে। ৩০ এপ্রিল ঝড়-বৃষ্টি সহ ব্যাপক শিলাবৃষ্টিতে পাকা ধান জমিতেই ঝড়ে পড়েছে। মন্তেশ্বরের আসুরী গ্রামের কৃষক বিনয় ঘোষ জানান ঝড়-বৃষ্টির সময় তিনি মাঠেই ছিলেন। এতো শিলাবৃষ্টি হয়েছে যে ধানের জমি একসময় সাদা হয়ে যায়। মাথায় ঝুরি আড়াল করে শিলা থেকে নিজেক বাঁচাই। বাড়ি ফিরে দেখি আমার ঘরের টিনের চাল উড়ে গেছে। ঘরের জিনিসপত্র সব লন্ডভন্ড। বেশ কিছুক্ষণ সন্ধান চালানোর পর স্ত্রী ও ছেলে মেয়েকে খুঁজে পাই। তারা বেগতিক দেখে পড়শিদের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিলেন।

কালনা-২নং ব্লকের পূর্ব সাতগাছিয়া এলাকায় চিরাচরিত চাষের বিকল্প চাষ হিসাবে ব্যাপক কলা ও পেঁপে চাষ হয়। এদিনের ঝড়ে কলা ও পেঁপে গাছ ভেঙে পড়েছে। এলাকার বিশ্বনাথ ঘোষ, বাবলু ঘোষ, বলাই মণ্ডল, প্রদীপ পালরা জানান, বাজার থেকে ঋণ নিয়ে কলা ও পেঁপে চাষ করেছিলাম। ঝড়ে তা নষ্ট হয়ে গেল। সরকারিভাবে সহায়তা না করলে আমরা আর ঘুরে দাঁড়াতে পারবো না। আমাদের অর্থনৈতিকভাবে কোমরটাই ভেঙে পড়েছে। পূর্বস্থলী ব্লকে ঝড়-বৃষ্টি আম বাগিচায় ব্যাপক প্রভাব ফেলেছে। আম ঝড়ে গাছ শূন্য হয়ে পড়েছে। আজ বাজারে বাজারে কাঁচ আম ছেয়ে গেছে। সব আম বিক্রি হবেনা বলে জানান পূর্বস্থলীর কৃষক কাজল চাটার্জী। তিনি বলেন, গাছে পঁচিশ শতাংশ আমও আর নেই। লোকাসান কোথায় গিয়ে দাঁড়াবে তা ভেবে পাচ্ছি না।

গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা তথা প্রাক্তন বিধায়ক সুব্রত ভাওয়াল বলেন, আমাদের সময়ে কৃষকদের জন্য শস্যবিমা চালু ছিলো। ফসলের ক্ষতি হলে কৃষকরা ক্ষতিপূরণ পেতেন। রাজ্যের বর্তমানের বিদায়ী সরকার শস্যবিমা তুলে দিয়ে ক্ষতিপূরণের সুবিধা থেকে কৃষকদের বঞ্চিত করেছে। সবজি চাষেও ক্ষতি হয়েছে।

মে দিবসের আহ্বান

—দুয়ের পাতার পর

করেছিল। পশ্চিমবাংলায় ১ কোটি ৮০ লক্ষের বেশি অসংগঠিত শ্রমিক, ১ কোটি খেতমজুরের জন্য চালু হয়েছিল সামাজিক সুরক্ষা প্রকল্প। কিন্তু বর্তমানে রাজ্যে তৃণমূলিদের সরকার। বিগত বছরগুলিতে তৃণমূলের তোলাবাজদের হাতে ও আমলাদের এক অংশের সহযোগিতায় জেলায় জেলায় ওয়েলফেয়ার বোর্ডের দপ্তরগুলি গরিবের টাকা লুটের ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। ওয়েলফেয়ার বোর্ডের হতে শত শত কোটি টাকা, অথচ তা পৌঁছায় না শ্রমিকদের হাতে। রাজ্যে পরিবহন কর্মচারীরা নিয়মিত বেতন পাচ্ছেন না, পেনশন বন্ধ করা হচ্ছে। অথচ বামফ্রন্ট সরকারের শেষ সময়েও কর্মচ্যুত সমস্ত শ্রমিকেরা ১৫০০ টাকা আর্থিক অনুদান পেতেন। মাঝে মাঝে বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী নিজের ভাবমূর্তি গড়তে ঢাকঢোল পিটিয়ে শিল্প উৎসব, মাটি উৎসব করছেন। আর শ্রমিকদের হকের টাকা না বিলিয়ে কিছু কিছু মানুষের হাতে ঘটা করে তুলে দিচ্ছেন ওই শ্রমিক কল্যাণ তহবিলের সামান্য অংশ। যা করছেন দেখাচ্ছেন যেন তিনি নিজেই করছেন। অথচ শ্রমিকদের অর্জিত অধিকারের টাকার তিনি অপব্যবহার করছেন।

একদিন এই সব অধিকার অর্জনের জন্য লড়াই করতে হয়েছে শ্রমিকদের। আজ অধিকার কায়েম রাখার জন্য লড়াই করতে হচ্ছে। রক্ত ঝড়ছে তাতেও। আন্তর্জাতিক লগ্নিপুঁজির কারণে বাজার অর্থনীতিতে ট্রেড ইউনিয়নগুলি দুর্বল হয়েছে। বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে 'অতিথি' কর্মী নিয়োগের ব্যবস্থা চালু হয়েছে। অর্থাৎ আইনসিদ্ধ দাসপ্রথা। কৃষি শ্রমিক, দিনমজুর, শহরে জঞ্জাল সাফাই ইত্যাদি কাজে এদের ব্যবহার করা হচ্ছে। ফলে শ্রমিক সংগঠনে জটিলতা বেড়েছে। পাওনা-গন্ডা মিলতে দেরি হচ্ছে। আশার কথা ২০১৬ বিধানসভা নির্বাচনের প্রায় শেষ পর্বে এরাজ্যে দেখা যাচ্ছে স্বৈরতান্ত্রিক নৈরাজ্যের তৃণমূলি সরকারের পতন অবশ্যম্ভাবী। ঘন ঘন 'মে ডে, মে ডে' হাঁকছে। অর্থাৎ ভারসাম্যহীন জাহাজটি এবার ডুবতে চলেছে। রাজ্যে আর মাত্র এক দফা নির্বাচন বাকি। গণতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে এরাজ্যের শ্রমিকশ্রেণী সাম্প্রদায়িক শক্তিকে প্রতিরোধ করে, তৃণমূল সরকারের প্রচ্ছন্ন মদতে পুষ্ট মৌলবাদী শক্তিসহ সন্ত্রাসবাদী শক্তির উপরও জনগণের সতর্ক দৃষ্টিকে সংগঠিত করতে সমর্থ হয়েছে। এখন চাই বিপ্লবী শ্রমিক সংগঠনের সুষ্ঠু নেতৃত্ব। এবারের মে দিবসের ডাক সেজন্য ভীষণ তাৎপর্যপূর্ণ। লেনিনের শিক্ষা, 'ক্ষমতা দখলের লড়াইতে সংগঠন ছাড়া শ্রমিকশ্রেণীর আর কোন অস্ত্র নেই।' আর মার্কস বলে গিয়েছেন, 'সবদেশের শ্রমজীবীরা এক হও! শৃঙ্খল ছাড়া হারানোর কিছুই নেই তোমাদের!' পশ্চিমবাংলার শ্রমজীবীরা আজ তাই সংগঠিত প্রতিবাদ জানাচ্ছেন, এবার আর তথাকথিত পরিবর্তন নয়! চাই নিজেদের সরকার, বামফ্রন্ট জোটের সরকার।

২০১৬ সালের গ্রীষ্মকাল হবে উষ্মতম!

নিজস্ব সংবাদদাতা, বর্ধমান : দিল্লির মৌসুম ভবন জানাচ্ছে ২০১৬ সালের গ্রীষ্মকাল হতে পারে সাম্প্রতিককালের উষ্ণতম গ্রীষ্মকাল!

এতদিনের গরমের সব রেকর্ডকে পিছনে ফেলে সেরা গরমের শিরোপা পেতে চলেছে এই বছরের গ্রীষ্মকাল। আমেরিকার ন্যাশনাল ওশিয়ানিক এন্ড অ্যাটমোসফিয়ারিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন জানাচ্ছে এই গরমের মূল কারণ হলো প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে 'এল নিনো'র প্রভাব। আবহাওয়াবিদ্‌রা বলছেন প্রশান্ত মহাসাগরের শীতল স্রোত যতই নিরক্ষরেখার দিকে এগোয়, অজানা এক কারণে সেই স্রোতের উষ্ণতা বাড়ে। ফলে সামুদ্রিক বায়ুপ্রভাবে উষ্ণতা বাড়ে। এবং এই উষ্ণ প্রবাহ বদলে দেয় মহাদেশের আবহাওয়া। বাতাস থেকে উধাও হয় জলীয় বাষ্প। ফলে ভয়ঙ্কর শুকনো চেহারা নিয়ে হাজির হয় গ্রীষ্মকাল।

আবহাওয়াবিদরা আশা করছেন অল্পদিনের মধ্যেই এই 'এল নিনো' দুর্বল হতে শুরু করবে। তখন শুরু হবে 'লা নিনো' পর্যায়। সেই কারণেই এবার ভারতীয় উপমহাদেশে স্বাভাবিকের চেয়ে বেশি বৃষ্টিপাতের সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে। আগামী জুন মাসের প্রথম দিকেই সেই মৌসুম বায়ু ভারতে ঢুকে পড়বে বলে আশা করছেন আবহাওয়াবিদরা।

লেখক সম্মেলন বর্ধমানে

—প্রথম পাতার পর

বিশেষ সহযোগিতার কথাও তিনি উল্লেখ করেন। স্বাগত ভাষণ দেন সাহিত্য আকাদেমির আঞ্চলিক (পূর্বাঞ্চল) সচিব গোপাল চন্দ্র বর্মণ। প্রারম্ভিক বক্তব্য রাখেন বর্ধমান বিশ্ববিদালয়ের ইংরাজি ভাষা ও সাহিত্য বিভাগের অ্যাসোসিয়েট অধ্যাপক অংশুমান কর। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আকাদেমির বাংলা উপদেষ্টা কমিটির আহ্বায়ক রামকুমার মুখোপাধ্যায়। তিনি বর্ধমানের সাহিত্য ও সংস্কৃতির উচ্চ প্রশংসা করে বলেন, ভাষা ও অনুভবের কৌশল ভালভাবে আয়ত্ত করেই প্রকৃত সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব। অনুষ্ঠানে আসাম, মণিপুর, ওড়িশা, পশ্চিমবঙ্গ, নেপাল, ত্রিপুরা, মিজোরাম, কাশী, পাটনা বিভিন্ন অঞ্চলের লেখক সাহিত্যিক ও কবিরা অংশগ্রহণ করেন।

ধন্যবাদজ্ঞাপন করেন দেবেশ ঠাকুর। দু-দিনই বর্ধমানের শিল্পীদের পরিবেশিত সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা ছিল উপভোগ্য। কবিতা পাঠ-গল্প পাঠ শ্রোতাদের মুগ্ধ করে।

ভূ-স্বর্গ কাশ্মীর আপনাকে স্বাগত জানায়
সহজে-সুলভে কাশ্মীর ভ্রমণ করুন
হিজাব পেয়িং গেস্ট হাউস
(জম্মু-কাশ্মীর সরকারের ভ্রমণ দপ্তরের নিবন্ধীকৃত সংস্থা)
কাঠি দরওয়াজা রায়নাওয়াড়ি, শ্রীনগর কাশ্মীর।
যোগাযোগ : মীর-এ-মজিদ
M -09419408234, email : aqsaarts7736@gmail.com

১ ডজন প্রশ্নের উত্তর

১। আমেরিকার শিকাগো শহরে, ১৮৮৬ সালের ১ মে, শনিবার, আমেরিকান ফেডারেশন অব লেবার; ২। ৬ জন শ্রমিক, ম্যাক কর্মিক (হারভেস্টিং মেশিন) কারখানা; ৩। হে মার্কেট স্কোয়ার্ডে, ৪ জন শ্রমিক, ক্যাপ্টেন বোনফিল্ড; ৪। ৮ জন, অ্যালবার্ট রিচার্ড পার্সন্‌স, স্যানয়েল ফিল্ডেন, লুইস লিঙ্গল, মাইকেল স্কাউয়ের, অগস্ট স্পাইজ, আডলফ ফিসার অস্কার নিব এবং জর্জ এঞ্জেল; ৫। ১৯ আগস্ট ১৮৮৭; ৬। মাইকেল স্কাউয়েব এবং স্যামুয়েল ফিল্ডেন-এর যাবজ্জীবন কারাদণ্ড এবং অস্কার নিবের ১৫ বছরের কারাদন্ড হয়; ৭। ১১ নভেম্বর ১৮৮৭; ৮। লুইস লিঙ্গ (১০.১১.১৮৮৭); ৯। এডলফ ফিসার (জন্ম ১১-১১-১৮৫৮, ফাঁসি ১১-১১-১৮৮৭); ১০। ১৮৯০ সালের ১ মে; ১১। ৮ ঘন্টা কাজ, ৮ ঘন্টা আমোদ প্রমোদ এবং ৮ ঘন্টা বিশ্রাম; ১২। ১৯২৩ সালের ১ মে, শ্রমিক নেতা এম সিঙ্গারাভেলু চেট্টিয়া।

চিকিৎসার শ্রেণী বিভাগ

—তিনের পাতার পর

ইউ প্রয়োজন না হলে, ওখানে রাখার দরকার নেই। আর তার মনে প্রশ্ন এলেও, 'শ্রেণী-ভালবাসার' বিপরীত স্রোত তার বিবেককে ভাসিয়ে নিয়ে গেছে। হাসপাতালের ভেতরের লোকেদের এই অন্যায় কাজেও অকুণ্ঠ প্রশংসা না করে তিনি পারেন না। কারণ তিনি ব্যক্তিগতভাবে উপকৃত। একজন হত-দরিদ্র নেহাতেই 'ফালতু লোকের' কৃতজ্ঞ নীরব চাউনির চেয়ে ঢের চেনা জগত উচ্চশিক্ষিত মানুষের সরব কৃতজ্ঞতা স্বীকার। শ্রেণীর কথা তাই এখানে বারে বারে চলে আসে। ডাক্তার-নার্সরা নিজেদের জীবনের মাপে বুঝে নেন, কে তার সমগোত্রীয়। কাকে 'আপনি' বলতে হয়, কাকে 'তুমি' বলতে হয়। এ দোষ ডাক্তার, নার্স, ডি ডি এ, কারও নয়। এ দোষ সকলের বেড়ে ওঠার, বড়ো হওয়ার প্রক্রিয়ার মধ্যে লুকিয়ে আছে। নিজের প্রতিদিনের জীবনে ছোট থেকে সে যেভাবে বেড়ে উঠেছে সেভাবেই সে সমাজে চলাফেরা করে। ফলে তার কাজেকর্মে, কথায় উচ্চ-নীচ ভেদের ছাপ থেকে যায়। আমাদের প্রতিদিনের জীবনের নড়াচড়ায় অদৃশ্য ভেদরেখা সীমা টেনে দেয়। আমরা সে সীমা মেনে চলি। যদি কেউ প্রশ্ন করে, সে হয়ে যায় নিন্দুক।

আমার পরিচিত ওই বিশেষ ভদ্রলোক এইসব উচ্চনীচ ভেদের সীমারেখা মানেন না। বিভিন্ন জায়গায়, সে একান্ত ঘরোয়া আলাপচারিতা হোক, সেমিনার হোক, উনি উচ্চ-নীচ ভেদের চালু প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধে। জীবন যখন স্বচ্ছন্দ, তখন ভেদের সীমারেখার উর্দ্ধে ওঠার মানসিক ব্যায়াম নিজেকে ঘষামাজা করার জন্য ভালো প্রক্রিয়া। কিন্তু জীবনের কঠিন মুহূর্তে আসল পরীক্ষা। হাতের কাছে আসা সুযোগ তখন ছাড়তে পারা সহজ নয়। সমাজে উপরের দিকে যারা থাকেন, তাদের এই ব্যাপারে কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হয় না। এই না-পাওয়ার বিরাট ব্যবস্থায়, এইসব মানুষদের জন্য সুবিধা-পাওয়ার এক অদৃশ্য ক্ষেত্র আছে। সরকারি ব্যবস্থা এভাবেই চলে। বড় বড় আমলা, তাদের আত্মীয়-বন্ধু, মন্ত্রী, মন্ত্রীর কাছের মানুষদের জন্য সরকারি ব্যবস্থা খুব খারাপ কিছু নয়। অত্যন্ত অস্বস্তিকর, শ্রেণীর কথা এখানে ঘুরে ফিরে চলে আসে। যাদেরকে দেখিয়ে যাবতীয় সরকারি পরিষেবার উন্নয়ন ঘটানো হয়, তার ছিটেফোঁটা জোটে 'ভোটব্যাঙ্ক'দের কপালে। এরাই হল জনগণ। যে জনগণের ধুয়ো তুলে হাসপাতাল থেকে উড়ালপুল, হাইওয়ে সব হতে থাকে, এখানে যদি কেউ শ্রেণীর প্রশ্ন নিজে হাজির হয়, তার কপালে জোটে গালি—'রাজনীতি করছে, রাজনীতি করছে'। আর দেশের আপামর জনসাধারণ এ কথাটা খুব বোঝে—এর চেয়ে খারাপ গালি হয় না। তাই গালি খাওয়ার ঝুঁকি নেয় না বেশিরভাগ শিক্ষিত ভদ্রলোক। তবু এসবের মধ্যেও কিছু 'বোকা' লোক আছে, যারা তারস্বরে শ্রেণীর কথা তুলে সরকারকে গাল দেয়। যারা বোকার মতো 'রাজনীতি করছে' গোছের মারাত্মক গালাগাল খেয়ে থামে না। তাই প্রয়োজন হলেও হাসপাতালে এরা আই.সি.ইউ সচরাচর পায় না। এদের হয়ে বলার জন্য 'উঁচুদরের' লোক পাওয়া যায় না। এরা মরে সবার চোখের আড়ালে, সবার আগে। মৃত্যুর পর এরা সম্ভবত শ্রেণীহীন হয়ে যায়। বোধ হয় মরা মানুষের শ্রেণী হয় না। ব্যাপারটা বুঝতে গেলে সেই ভদ্রলোকের কাছে যেতে হবে আমাকে।

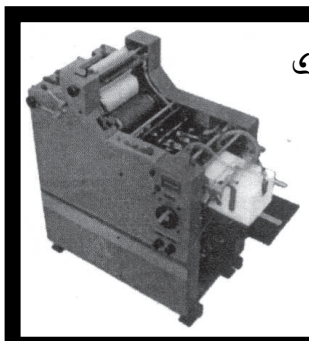
একই ছাদের নীচে কম্পিউটারাইজ্‌ড কম্পোজিং, অফসেটে ছাপা, আধুনিক বাঁধাই, অটোমেটিক কাটিং-এ সমৃদ্ধ
সাধনা প্রেস
১১, জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান, ফোন : (০৩৪২) ২৬৬৩০৬৫
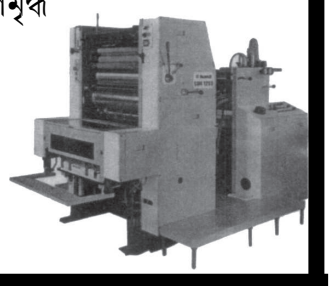
ছাপার কাজে আমরা একশোভাগ আন্তরিক

সম্পাদক : জ্যোতির্ময় ভট্টাচার্য। স্বত্বাধিকারী : নতুন চিঠি ট্রাস্ট, মুদ্রক ও প্রকাশক অশোক ব্যানার্জী কর্তৃক ৬২ বি সি রোড, আরতি সিনেমা লেন বর্ধমান-৭১৩১০১ হতে প্রকাশিত ও নতুন চিঠি প্রেস, বর্ধমান হইতে মুদ্রিত।
ফোন ও ফ্যাক্স : (০৩৪২)২৬৬৫০৮৩, ফোন : ২৫৫১৪৫৮। **Mail : weeklynatunchithi@gmail.com** মুদ্রণ সহযোগিতায় : সাধনা প্রেস, ১১ জে বি মিত্র রোড, বর্ধমান-৪ ফোন ২৬৬৩০৬৫। মূল্য : ১ টাকা